এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আমি জিহাদ ও মুজাহিদীনদের জন্য ভয়ের কারন মনে করি

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

বস্তুত যারা মুজাহিদীনদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে সবার আগে এবং যারা দ্বীনের স্বার্থ পরিত্যাগ করেছে তাদেরকে যেমন চেনা যায় তাদের অভিপ্রায়বিশিষ্ট কথার মাধ্যমে ঠিক তেমনি চেনা যায় তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে। তাদেরকে চেনা যায় এবং তারা কারও নিকট থেকে গোপন নয় এবং তাদের অনিষ্ট এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।একই সময়ে আরও একটি গ্রুপ রয়েছে যারা জিহাদের নামে, জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের ভালবাসার এবং তাদের প্রতিরক্ষার দাবি করে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের ক্ষতি করছে এবং জিহাদি মানহাজকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর এমন ব্যক্তি খুব কম আছে যারা ঐ গ্রুপের সদস্যদের চিনতে পারে। তাই তাদের সম্পর্কে জানা এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে যাতে করে আমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকতে পারি এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলতে পারি।

এই গ্রুপের ব্যক্তিগুলোর সবচেয়ে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

১- তাদেরকে চেনা যায় তাদের উত্তেজনা,হইচই, গালভরা বক্তৃতা, উপযুক্ত আদব-কায়দার অভাব এবং মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে। যদিও মানুষেরা তাদের ব্যাপারে ধারণা করে যে , এরাই হচ্ছে আহলে ইলম এবং আমলদারদের মধ্যে এবং এরাই হচ্ছে জিহাদ

এবং ইজতিহাদকারী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে এবং এরা আসলেই এই উম্মাহর জন্য কিছু একটা। কিন্তু বাস্তবতা হল যে তারা উম্মাহর জন্য কোন কিছুই নয় ।

২- তাদেরকে চেনা যায় এটা দেখে যে ,তারা রাসুল(সঃ) এর কথা, কুরআনের আয়াত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামতের উপর নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দেয় । তারা যে কোন কিছুর প্রতি এবং যে কারও প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ রাখে না । তারা জিহাদ,হত্যা এবং যুদ্ধের ব্যাপারে অত্যধিক উদ্দীপনা দেখিয়ে চলে । কিন্তু তাদের এই উদ্দীপনা বাস্তবিক অর্থে গালভরা বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয়, ঠিক যেমন কেউ মরীচিকাকে দেখে এটিকে জলপ্রপাত হিসেবে ধরে নেয় ।

৩- তারা সেই প্রত্যেক মতামতকে গ্রহণ করে , যদিও সেটা ভুল হয় কিংবা সেটি চরম্পন্থিতা, কঠোরতা এবং বৃথা রক্তপাতের দিকে নিয়ে যায়; যদিও সেই রক্তপাত নিষিদ্ধ ।

৪- যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদের ব্যাপারে তারা অভিযোগ করে, যদিও তারা ঠিক থাকে; দ্বীনের স্বার্থ পরিত্যাগ করে তারা তাদেরকে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের শত্রু হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে, তারা এটা করে শুধু লোকেদেরকে মুজাহিদীনদের থেকে দূরে রাখার জন্য ।

তোমরা দেখতে পাবে তারা বুক ফুলিয়ে এবং তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চাঙ্গে উঠিয়ে প্রত্যেক বিতর্ক এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ।সত্যিকার অর্থে যখন কোন কিছু

৭। তারা যদি দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের কোন বিবৃতি পড়ে, তারা সেখান থেকে কিছু শিক্ষা বা উপকারিতার জন্য নয় বরং তারা তাদের গলাবাজি, মূর্খতা, মিথ্যাচারিতা এবং

উত্তেজনাকে সমর্থন করার জন্য, দুর্লভ, অজানা এবং সন্দেহজনক মতামতগুলো খোঁজাখুঁজির জন্য তা পড়ে।

৮। তারা অন্যদের অধিকার এবং মর্যাদা খর্ব করে, এবং তারা কখনও কোন সন্ধি, চুক্তি কিংবা ওয়াদা পূর্ণ করে না। কারণ, সন্ধি বা চুক্তি পূর্ণ করা বা প্রতারণা করা এবং তার শাস্তি সম্পর্কে তারা অবগত নয়।

তারা তোমার সাথে কোন বিতর্কে লিপ্ত হলে তারা বাজে আচরণ করে, এবং তোমার সাথে কোন চুক্তি করলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তুমি তাদেরকে কোন বিষয়ে বিশ্বস্ত মনে করলে, তারা প্রতারণা করে- ঠিক যেমন হাদিসে মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাদের ব্যাবহার এবং আচরণ লজ্জাজনক এবং তাদের চিন্তাভাবনা এবং বিতর্কের পদ্ধতি মেয়েলী স্বভাবের।

৯। তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের অবজ্ঞা করে, বিশেষকরে তাদের যারা তাদের কোন এক বিষয়ে বিরধিতা করে। তারা তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, কারণ- শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের অত্যাধিক গলাবাজি এবং প্রলাপ করাকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দিয়েছে যে, তারাই একমাত্র মুজাহিদ এবং বাকি সবাই পিছনে বসে আছে এবং জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে।

১০। ন্যায়বিচার এবং ভারসম্যের ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা নেই। তারা নিজেদের মাঝে কিংবা অন্যের মাঝে সত্য অবলকন করে না... কারন তাদের ধারণা তারা সর্ববস্থায় সঠিক এবং বাকি সবাই ভ্রান্তির মাঝে নিমজ্জিত।

এবং এর সাথে আরও মিশ্রিত আছে, সত্যকে অস্বীকার এবং সৃষ্টিকে তাচ্ছিল্য করা- এবং এইটা স্পষ্ট অহংকার।

১১। তাদের ব্যবহার জঘন্য, দূষিত তাদের জিহ্বা, অন্যদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করে এবং তাদের ব্যবহার এবং মুজাহিদীনদের ব্যবহারের মাঝে অনেক পার্থক্য, এবং জিহাদে দরকার উচ্চ মানের আচার আচরণ, জ্ঞান এবং ধার্মিকতা।

১২। জিহাদে তাদের অংশ হচ্ছে গলাবাজি, হড়বড়ি করা, অন্যদের উত্তেজিত করা এবং সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করা। অতীতে কিংবা বর্তমানে জিহাদের ময়দানে তাদের কোন বিচরণ নেই!

যদিও কিনা কেও যদি তাদের কথা শুনে এবং তাদের প্রবল উদ্দীপনা দেখে, মনে করবে, এরা হয়তো আবু জিহাদ অথবা আবু মুজাহিদীন। অন্যরা আরও ধারণা করবে যে, এরা হয়তো জিহাদের এমন কোন ময়দান নেই যেখানে তারা বিচরণ করে নাই। তাই বাহ্যিকভাবে তাদের এমন মনে হয় আসলে তারা যা নয়- ঠিক তার মতো যে একটা প্রতারণার পোশাক পরিধান করে।

১৩। তারা সংগঠন কিংবা সংগঠিত হওয়া সম্পর্কে এবং শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যপারে কোন ধারণা রাখে না। তাই তারা কোন বুজুর্গকে সম্মান করে না এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করাও জরুরি মনে করে না, কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের প্রবৃত্তিকেই কর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং একমাত্র সেইসব বিষয় যা তাদের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্য।

১৪। তারা আলেমদের ঠিক ততক্ষণ সম্মান করে যতক্ষণ সেই আলেমদের মত তাদের প্রবৃত্তির ন্যায় হয়। সেই আলেম যদি তাদের কোন বিষয়ে বিরধিতা করে, তারা তখন তার কোন ভুল বাদ দেয় না বরং তাকে সেই ভুল দ্বারা লেপে দেয় এবং তারা এটা করতেই থাকে ।

তারা যদি তার মতের সাথে একমত পোষণ করে, তখন তার কথাগুলো এমন এক দলিল হয়ে যায়, যা কখনও বাতিল করা বা বিরোধীতা করা যাবে না এবং তারা তার

সাথে আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু যদি সে তাদের কোন বিষয়ে বিরোধীতা করে- যদিও কিনা সে সঠিক- তারা তাকে এবং তার জ্ঞানকে অবজ্ঞা করে, আরও বলে আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করার বিপদ।

এবং এগুলো করা হয় জিহাদের জন্য উদ্দীপনা, জিহাদকে সাহায্য করা, জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের রক্ষা করা, এইসবের নামে। জিহাদ এবং মুজাহিদীনরা তাদের থেকে এবং তাদের আচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, ঠিক যেভাবে ইউসুফ(আঃ) এর রক্ত থেকে নেকড়েগুলো মুক্ত ছিল।

অল্প সংখ্যক হলেও এই দলের লোকদের বিপদের মধ্যে আরও আছেঃ-

তারা জিহাদের মানহাজকে বিকৃত করে ফেলে, তার সাথে সাথে জিহাদের পরিপূর্ণ রূপ। এইভাবে তাদের জন্য জিহাদ এবং মুজাহিদীন সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়।

পূর্বে বর্ণিত তাদের খারাপ ব্যবহারের কারণে লোকেরা মুজাহিদীনদের সাহায্য করতে এবং জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে পিছিয়ে আসে। এই কারণে, যালিম শাসকদের আয়ু এবং তাদের শাসনকাল আরও বৃদ্ধি পায়- তারা এই ব্যপারে অবগত থাকুক কি না থাকুক।

শত্রু পক্ষের ফায়দার জন্য তাদের গুপ্তচর এবং দালাল প্রতিস্থাপন করার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে কাজ করে এই দলের লোকগুলো, কারণ জিহাদি দলগুলোর মাঝে ফাটল ধরানোর জন্য এদেরকে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। আমাদের সময়ের এইরকম অসংখ্য জিহাদি দলের উপর হামলা হয়েছে এবং তাদের মাঝে ফাটল ধরেছে শুধুমাত্র এই ধরণের লোকের জন্য এবং যদি চাই এই ধরণের অনেক উদাহরণ আনা যাবে।

অতঃপর, আমার ভাইদের জন্য উপদেশ হল- বিশেষ করে মুজাহিদীনদের (আল্লাহ্ তাদের সকল ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন)- আপানারা এই শ্রেণীর লোকদের থেকে

সাবধানতা অবলম্বন করুন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন না, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবেন না, তাদের কথা শ্রবণ করবেন না এবং তাদের অত্যধিক গলাবাজি এবং পাটাতল বিহীন উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, কারণ আধিক্য হচ্ছে অভাবের সহোদর আর চরমপন্থা শিথিলতার।

এখনকার মুহূর্তগুলো কঠিন, তাই আমাদের এই রকম বড়াইকারী এবং প্রলাপকারীদের প্রতি নজর দেয়ার সময় নাই।

শাইখ আবু বাসির আত-তারতুসি



একটি ইসাবাহ মিডিয়া পরিবেশনা